যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীগণ শান্তি মিছিল ও সমাবেশ করিয়াছে। গত পাঁচ বৎসর ক্যাম্পাস শান্ত ছিল এবং তাহার ফলে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে একটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন বাকৃবি ক্যাম্পাস অশান্ত ও অচল করিতে চাহিতেছে বলিয়া শান্তি মিছিল ও সমাবেশকারীরা অভিযোগ করিয়াছে। প্রতিপক্ষ হইতে কোন জবাব না আসিলেও অনুমান করা কঠিন নহে যে, সত্য সত্যই বাকৃবি ক্যাম্পাস অচল হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। না হইলে নীল প্যানেলভুক্ত শিক্ষকগণ কেন শান্তি মিছিল ও সমাবেশ করিবেন? ক্যাম্পাসের পরিবেশ পরিস্থিতি যে ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, উহা টের পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অশান্ত হইয়া অচলায়নের নিগড়ে পড়িয়া রহিয়াছে। কোনখানে অনির্দিষ্টকালের হরতালে, কোনখানে রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়ে কর্তৃপক্ষ বন্ধ রাখিয়াছে শিক্ষার দুয়ার। এইভাবেই দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলির আশার দেউটি নিভিয়া গিয়াছে কিংবা নিবু নিবু করিয়া জ্বলিতেছে। বাকৃবি ক্যাম্পাস সেই নিবু নিবু করা ক্যাম্পাসের একটি। এই ক্যাম্পাস যাহাতে অস্থির ও অশান্ত হইয়া না পড়ে এবং ইহার দুয়ার দীর্ঘমেয়াদে বন্ধ না হয়, অধ্যাপক, ছাত্র-কর্মচারীদের প্রত্যাশা তাহাই। কিন্তু তাহাদের এই প্রত্যাশা আদৌ পূরণ হইবে, এমন কোন কথা বলার উপায় নাই। গত পাঁচ বৎসর কি করিয়া বাকৃবি ক্যাম্পাস শান্ত ছিল? ঢাবি ক্যাম্পাসও গত কয়েক বৎসর সচল ছিল এবং কর্তৃপক্ষ সেশনজট যেমন কমাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তেমনি পড়াশোনার সুস্থির সুযোগও মিলিয়া গিয়াছিল ছাত্রদলের অনুপস্থিতির কারণে। ঢাবি ক্যাম্পাস ও হলগুলি হইতে ছাত্রদলের ক্যাডার-সমর্থকদের উচ্ছেদ করায় ক্যাম্পাসে বড় আকারের কোন সহিংসতার ঘটনা ঘটে নাই। ইহা প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত থাকিবার কারণেই ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় বসিবার পর ছাত্রদল ঢাবি ক্যাম্পাসে কর্তৃপক্ষের সহায়তায় হলগুলিতে তাহাদের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও নিরীহ ছাত্রদের ঢুকিতে দিয়াছে। ইহাতে নাখোশ হইয়াছে ছাত্রলীগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মূলত ছাত্রশিবিরের অপতৎপরতায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাবি ক্যাম্পাসে চিহ্নিত ও বহিষ্কৃত ধর্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হইলে ক্যাম্পাস অশান্ত হইয়া পড়ে এবং নিভিয়া যায় এই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টির দেউটি। সবচাইতে দুঃখজনক হইতেছে ইহাই যে, ক্যাম্পাস অশান্ত করিয়া তুলিবার মূলে রহিয়াছে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ছাত্রফ্রন্টগুলি। অবৈধ অস্ত্রসহ হেন কুকর্ম নাই যাহা সাধিত হয় নাই সন্ত্রাসী অস্ত্রবাজ মাস্তানদের হাতে। বলা যাইতে পারে, গোটা দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলি জিম্মি হইয়া রহিয়াছে ছাত্র ক্যাডার-সন্ত্রাসী চক্রের হাতে। এই সন্ত্রাসী চক্রের ব্যূহ ভাঙিয়া ক্যাম্পাসের শিক্ষাপরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে চ্যান্সেলরকে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ লইতে হইবে। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। পৃথিবীর বহু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই রহিয়াছে নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী। এই বাহিনী একদিকে যেমন ছাত্র-শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে, অন্যদিকে তেমনই কোনরকম সন্ত্রাসী তৎপরতার টুঁটি চাপিয়া ধরিতে সক্ষম হইবে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করিতে হইলে ইহার বিকল্প নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।